সুখের ঠিকানা

সুকুমার মণ্ডল

কোনও গ্রামে এক বুড়ি বাস করতো। একা-ই থাকতো সে, কারণ তার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছিল। এমন মানুষের মন থেকে চিন্তার ভার লাঘব হওয়ার কথা অথচ সেই বুড়ি সদা - সর্বদা কি যেন দুঃখে মনমরা হয়ে থাকতো। কপালে দেখা যেত চিন্তার ভাঁজ।

সে সর্বক্ষণ চিন্তায় আকুল থাকতো বলে বিশেষ কেউ বড় একটা তার কাছে ঘেঁষতো না।

একদিন এক বৈরাগী বাউল দূর গ্রাম থেকে ভিক্ষা চাইতে এলো বুড়ির বাড়িতে। চেনা মানুষ চেনা বাড়ি, মাঝে মধ্যে বৈরাগী আসে এই বাড়িতে। দরজা খোলার পরে আজও গৃহকর্ত্রীর কপালে দুশ্চিন্তার গভীর ভাঁজ দেখতে পেয়ে বৈরাগীর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল অনেক দিন ধরেই বৈরাগী কৌতূহল চেপে রেখেছিল, আজ আর চুপ করে থাকলো না। বৈরাগী বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলো, মা জননী, দিন রাতে কি এমন চিন্তায় তুমি সদা তটস্থ হয়ে থাকো বলতে পারো। জানো তো চিন্তা মানুষকে কুরে কুরে খায়।

বিরস মুখে বুড়ি বলল, সবই আমার কপাল বাবা। যতই ভাবি আর চিন্তা করবো না, তবু চিন্তা - ভাবনা গুলোকে মন থেকে সরাতে পারছি কই।

কি এত চিন্তা, আমাকে বলা যায়। চাইকি তাতে করে হয়তো তোমার মনের ভার একটু হাল্কা হবে। বলার আর আছে কি বাবা, সবই আমার বরাত। আমার বড় জামাই নদী ঘাটায় নৌকা চালায় আর ছোট জামাই ঘরামীর কাজ করে।

সেতো ভারি সুখের কথা। দুটো মেয়ের -ই বিয়ে হয়ে গেছে, জামাই-রা পরিশ্রমী, গায়ে গতরের খেটে রোজগার করে, এটা ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ নয় কি! তোমার তো নিশ্চিন্তে দিন কাটার কথা। ভাবনা কেন

ভাবনা না করে থাকি কি করে বল। যে দিন আকাশে মেঘ করেছে বড় জামাই-এর জন্য ভীষণ চিন্তা চেপে বসে। আকাশে রোদ উঠলে ছোট জামাই -এর জন্য চিন্তা হয়। ঘরের চাল চুঁইয়ে জল না পড়লে কেউ কি আর ঘর ছাওয়ার কথা মনে করে। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছোট জামাই দুটো পয়সার মুখ দেখে। শুকনো দিনে তেমন কাজ জোটে না।

বৈরাগী বলল, তা সে না হয় রোদের দিনের জন্য চিন্তা। বর্ষার দিনের অত ভাবনা কেন!

বুড়ি বলল, বা রে বর্ষা বাদলের দিনে আমার চিন্তা অনেক বেশি। ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা নিয়ে নদী পারাপারে কত বিপদ। একটা কিছু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ।

একথা শুনে বৈরাগী হেসে বলল, তুমি মা খামোকা মন খারাপ করছো। এর যে খুব সোজা সমাধান রয়েছে।

সেটা কেমন, আগ্রহ ভরে বুড়ি জানতে চাইলো।

তবে শোনো, মাটির দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস টিয়ে বসে বৈরাগী বলতে থাকে, এরপর থেকে যে দিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে সেই দিন বড় জামাইয়ের কথা ভাববে। মনে করবে, এই আবহাওয়ার ওর রোজগার কত বেড়ে যাবে। আর বৃষ্টি - বাদলের দিনে ছোট জামাই -এর কথা ভাববে। যে সময়ে চারধার থেকে কত কাজের ডাক আসবে, হয়তো দম ফেলার ফুরসত থাকবে না। রোজগারপাতিও নিশ্চয়ই ভালো হবে তখন।

এর কয়ের মাস পরে বৈরাগী আবার এসেছিলো ভিক্ষা করতে। সদর দরজার বাইরে বৈরাগী গলা পেয়ে বুড়ি তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলো, মুখে একগাল হাসি। বুড়ির কপাল থেকে চিন্তার ভাঁজগুলো কোথায় যেন উধাও হয়েছে।